VIDYASAGAR UNIVERSITY

swarnamoyee jogendra nath mahavidyalaya

B.A HONOURS 2nd SAM

Practical Note Book

NAME - SUTRISHNA MONDAL

SUB - ENVIRONMENTAL STUDIES

PAPER - AECC(E)

ROLL- 1112152 NO-220022

REG. NO -VU221520110

SESSION-: 2022 -2023

Phone: 7501133806

SWARNAMOYEE JOGENDRANATH MAHAVIDYALAYA

Govt. Aided General Degree College | Estd.: 2014

At+P.O.: Amdabad, P.S.: Nandigram, Dist.: Purba Medinipur, PIN 721650

www.sjmahavidyalya.in | Email: sjmahavidyalaya@gmail.com

SWARNAMOYEE JOGENDRANATH MAHAVIDYALAYA Estd.-2014 P.O.-Amdabad Dist.-Purba Medinipur Pin-721650

Certificate

To whom it may concern

This is to certify that SUTRISHNA MONDAL, Roll-111 2152 No. 220022, Registration No. VU221520110 of 2022-23, student of Semester-II of Swarnamoyee Jogendranath Mahavidyalaya for the session 2022-23; submitted his/her project report entitled as Project work on identification of common plants, insects and birds based on field survey conducted at college campus and surrounding areas (Amdabad and Barimal village) on 7th and 8th June, 2023 for partial fulfilment of the syllabus prescribed by Vidyasagar University. The report has been prepared under the supervision of Mr. Aparesh Mondal may be placed before examiner for evaluation.

Dr. Ratan Kumar Samanta
Principal
S. J. Mahavidyalaya

Principal
Swarnamoyee Jogendranath Mahavidyalaya
Amdabad :: Purba Medinipur :: Pin-721650

Mr. Aparesh Mondal
(Supervisor)
Assistant Professor and Head
Dept. of Geography
S. J. Mahavidyalaya

-: শালিক :-

বৈজ্ঞানিক নাম : Acridotheres tristis
জগৎ : Animalia
পর্ব : কর্ডাটা
শ্রেণী : পক্ষী
বর্গ : passeriformes
পরিবার : Sturnidae Rafinesque
গণ : Acridotheres
প্রজাতি : A. tristis

চিত্র : শালিক

বৈশিষ্ট্য :-

শারিরীক গঠন :

ভাত শালিকের দেহের বেশির ভাগ অংশ জুড়ে রয়েছে বাদামি রং। প্রাপ্ত বয়স্ক পাখির মাথা ও ঘাড় কালচে। বুকের উপরের অংশ ও লেজ চকচকে কালো। দেহের বাকি অংশ কালচে বাদামি। কোনো ঝুঁটি নেই। এদের চোখ বাদামি বা লালচে বাদামি। ঠোঁট হলুদ, এদের দৈর্ঘ্য ২৩ সেন্টিমিটার, এদের পা, পায়ের পাতা ও নখ হলুদ।

খাদ্য :

এদের খাদ্যতালিকায় রয়েছে পোকামাকড়, কাঁচো পোকা, কেঁচো, ফল, শস্যদানা, বীজ, ছোট সরীসৃপ ও অন্য পাখি। এরা মরা ছোটো-খাটো প্রাণী ও খায়। বড় বড় ফুলের মধু ও খেজুরের রস, ফলের মধ্যে নরম ফল, পাকা বট, আম, জাম, পেয়ারা, সবেদা, আতা ইত্যাদি খায় এবং আরশোলা বা পঙ্গপাল খুঁজে খুঁজে খায়।

বাসস্থান :

পৃথিবীতে এক বিশাল এলাকা জুড়ে এদের আবাস। প্রায় ৭১ লক্ষ ৯০ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে এদের আবাস। এরা শুকনো পাতা, শিকড়, খড়, তৃণ, কাগজ, প্লাস্টিক, অবর্জনা দিয়ে আগোছালো বাসা বানিয়ে ডিম পাড়ে।

প্রজনন :

মার্চ থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত ভাত শালিকের প্রজনন মৌসুম। এরা ৪-৬টি ডিম পাড়ে। ডিমের রং নীলকান্তমণির মত নীল। ডিমের মাপ ৩০.৮ + ২১.৯৯ মিলিমিটার; ১৭-১৮ দিনে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়।

বিস্তৃতি :

এর আদি নিবাস ইরান, পাকিস্তান, ভারত, নেপাল ভুটান বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার মায়ানমার, থাইল্যান্ড, মলয় উপদ্বীপ ইত্যাদি জায়গায় এদের মূল আবাস।

ঃ টিয়া পাখি ঃ

বৈজ্ঞানিক নাম : Psittacula Krameri
জগৎ : Animalia
পর্ব : কর্ডাটা
শ্রেণী : পক্ষী
বর্গ : Psittaciformes
পরিবার : Psittaculidae
প্রজাতি : P. Krameri

চিত্র : টিয়া

বৈশিষ্ট্য :

শারীরিক গঠন :

সবুজ টিয়া, কলাপাতা সবুজ রঙের সুদর্শন পাখি দেখে দৈর্ঘ্য ৪২ সেন্টিমিটার ওজন ১৩০ গ্রাম সামান্য কিছু পালক ছাড়া পুরো দেহই সবুজ, লাল ঠোঁট, নীচের দিকে বড়শির মতো বাঁকানো, চোখ হলদে সাদা, ছেলে পাখি মেয়ে পাখির গলায় ভিন্ন রঙের দাগ আছে, হলদে সাদা, ছেলে পাখি মেয়ে পাখির গলার পেছনে পাটল বর্ন, মেয়ে পাখির ঘাড় সবুজ ঘেরা।

খাদ্য :

খাদ্য তালিকায় আছে পুষ্পগুচ্ছ ফুল, ফল, পচাপাতা, ফুল-ফলের মিষ্টি রস। ধান খেতের পোকামাকড় ধরে খায়, সূর্যমুখী ফুলের বীচ খায়, ছোলা ইত্যাদি খায়।

বাসস্থান :

এরা সাধারনত বন, বৃক্ষবহুল এলাকায় প্রশস্ত পাতা বন, চা বাগান, বসতিবাড়ির বাগান, আদ্র পাতা ঝরা বনে, পুরনো বাড়িতে বসবাস করে।

বীরন :

টিয়া পাখি নানা বরনের হয়। ৮৬টি গনে এবং ৩৭২টি প্রজাতি তে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এরও টিয়া, সিট্রাপিনি, সিট্রাসিম মিস বর্গের অন্তর্ভুক্ত।

প্রজনন :

জানুয়ারি থেকে জুলাই এদের প্রজনন করে। ৫-৬ টি ডিম পাড়ে।

উপকার :

যারা বাড়িতে টিয়া পুষে থাকেন তাদের মধ্যে হতাশা ও কম দেখা যায়। এর পাশাপাশি রোগের ঝুঁকি ও কমে। শুধু তাই নয় টিয়া পালন করলে আর্থিক সুবিধা ও হয়। পরিবদের সুবিধা হয়।

: পায়রা :

বৈজ্ঞানিক নাম : Columba livia domestica
জগৎ : Animalia
পর্ব : কর্ডাটা
শ্রেণী : পক্ষী
বর্গ : Columbiformmes
পরিবার : Columbidae
গন : Columba
প্রজাতি : C. punicea

চিত্র : পায়রা

বৈশিষ্ট্য :-

শারিরীক গঠন :

পায়রার সারা দেহ পালক এ ঢাকা থাকে, পায়রার অগ্রপদ ডুটি ডানায় রূপান্তরিত হয়েছে, লেজের পালক সংখ্যা ১২টি, সাদা, কালো, ধূসর বর্ণের হয়, এদের জীবনকাল ১২-১৫ বছর।

বাসস্থান :

উত্তম নিষ্কাশন, পর্যাপ্ত সূর্যালোক এবং বায়ুর চলাচল আছে এরূপ উঁচু এবং বাগানময় মাটিতে কবুতরের ঘর করতে হবে, মাটি থেকে ঘরের উচ্চতা 20-28 ফুট এবং আঁচার উচ্চতা ৮-১০ ফুট হয়, ৩০-৪০ জোড়া কবুতর আদর্শ।

খাদ্য :

পায়রার খাবার হচ্ছে গম, ধান, খুদ, বাজরা, রেড়া বিভিন্ন বিচি খায় ইত্যাদি খাবারের সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমান জল খায়।

প্রজনন :

এদের প্রজনন ফলে স্ত্রী পায়রা ৫-৬ মাস বয়সে ডিম পাড়া শুরু করে। এরা ২৮ দিন দিন অন্তর ২টি ডিম পাড়ে। স্ত্রী-পুরুষে উভয় ডিমে তা দেয়। এরা তা দেওয়ার জন্য দুধ জাতীয় তরল বস্তু তৈরি করে; ৫-৭ দিন পর বাচ্চা ফুটে বেরোলে পায়রাব দুধ অত্যন্ত প্রোটিন খাদ্য ঠোঁট দিয়ে খাওয়ায়।

শান্তির প্রতীক :

কবুতরের আর এক নাম পায়রা। শুধু সাদা নয় সব কবুতরকেই শান্তির প্রতীক বলা হয়ে থাকে। সেই আদিযুগ হতে কবুতরকে পত্র বাহক হিসেবে ব্যবহার করা হত। তখন তেমন যোগাযোগ মাধ্যম না থাকায় কবুতরকেই চিঠি আদান-প্রদান বাহক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এটি শান্তির প্রতীক হিসেবে দেখানো হত।

: বুলবুল :

বৈজ্ঞানিক নাম : Pycnonotus cafer
জগৎ : Animalia
পর্ব : কর্ডাটা
শ্রেণী : পক্ষী
বর্গ : Passeriformes
পরিবার : Pycnonotidae
গণ : Pycnonotus
প্রজাতি : P. cafer

চিত্র : বুলবুল

বৈশিষ্ট্য :

শারীরিক গঠন :

বাংলা বুলবুল আমাদের অতি পরিচিত ছোট বাদামি রঙের এক বৃক্ষচারী পাখি। এর দৈর্ঘ্য কমবেশি 20 সেন্টিমিটার, ডানা ৯০ সেন্টিমিটার, ঠোঁট ২ সেন্টিমিটার, লেজ ৭.৫ সেন্টিমিটার ও পা ২.২ সেন্টিমিটার। ওজন ৪২ গ্রাম। মাথায় কালো ঝুঁটি দেখে খুব সহজেই ওদের সনাক্ত করা যায়। পাখির মাথা কালো ও কালচে বাদামি, বুলবুলের ঠোঁট দূর থেকে কালো দেখালেও তা আসলে কালচে-নীল, চোখ কালচে বাদামি, এবং পায়ের পাতা সামান্য বাদামি-কালো, মুখের ভেতরের ধূসর, বেগুনি ও হলদে মেশানো।

খাদ্য :

ওদের খাদ্য তালিকার বড় অংশ জুড়ে রয়েছে পোকামাকড়, এছাড়া ফুলের পাপড়ি, মধু ও ফলও খায় ওরা প্রয়োজনে ছোট সরীসৃপও খায়।

বাসস্থান :

এরা শহর, গ্রাম-গঞ্জ, পাতাঝরা বা প্যারাবন, গ্রামীন বন, বনের প্রান্ত, ক্ষেত খামার ও বাগানে বিচরন করে; ঝোপঝাড় ও গাছের পাতায় এরা খাবার খুঁজে বেড়ায়; এরা পৃথিবীতে এক বিশাল এলাকা জুড়ে এদের আবাস, প্রায় ৪১ লাখ ৭০ হাজার বর্গ কিলোমিটার; বাসা বানাতে সময় লাগে ২-৫ দিন,

প্রজনন :

এপ্রিল - আগস্ট বাংলা বুলবুলের প্রধান প্রজনন মৌসুম। কখনও কখনও সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ও এরা ডিম পাড়ে, ডালের খোঁড়ায়, এরা তিনটি ডিম পাড়ে। ডিমগুলো হালকা গোলাপি রঙের। তার উপরে লাল লাল ছিটমত থাকে, ডিমের মাপ ২.২×১.৬ সেমি। ১৪ দিনের মাথায় ডিম ফুটে ছানা বের হয়। বাবা-মা উভয়েই সন্তান দেখাশোনার ভার নেয়।

বিস্তৃতি :

দক্ষিন ও দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার স্থানীয় পাখি, এদের চিনে ও দেখতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল ইত্যাদি স্থায়ী আবাস।

বাসস্থান :

এরা শহর, গ্রাম-গঞ্জ, পাতাঝরা বা প্যারাবন, গ্রামীন বন, বনের প্রান্ত, ক্ষেত খামার ও বাগানে বিচরন করে, ঝোপঝাড় ও গাছের পাতায় এরা খাবার খুঁজে বেড়ায়, এরা পৃথিবীতে এক বিশাল এলাকা জুড়ে এদের আবাস, প্রায় ৪১ লাখ ৭০ হাজার বর্গ কিলোমিটার; বাসা বানাতে সময় লাগে ২-৫ দিন,

প্রজনন :

এপ্রিল - আগস্ট বাংলা বুলবুলের প্রধান প্রজনন মৌসুম। কখনও কখনও সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ও এরা ডিম পাড়ে, ডানা মেলোয় , এরা তিনটি ডিম পাড়ে। ডিমগুলো হালকা গোলাপি রঙের। তার উপরে লাল লাল ছিটমত থাকে, ডিমের মাপ ২.২×১.৬ সেমি, ১৪ দিনের মাথায় ডিম ফুটে ছানা বের হয়। বাবা-মা উভয়েই সন্তান দেখাশোনার ভার নেয়।

বিস্তৃতি :

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্থানীয় পাখি, এদের চিনে ও দেখতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল ইত্যাদি স্থায়ী আবাস।

-: ময়না :-

বৈজ্ঞানিক নাম : *Gracula religiosa*

জগৎ : প্রাণী জগৎ
পর্ব : কর্ডাটা
শ্রেনী : পক্ষী
বর্গ : passeriformes
পরিবার : Sturnidae
গন : Gracula
প্রজাতি : G. religiosa

চিত্র : ময়না

বৈশিষ্ট্য :

শারীরিক গঠন :

পাতি ময়না মাঝারি কালো রঙের পাখি, এর দৈর্ঘ্য কমবেশি ২৭ সেমি, ডানা ১৭ সেমি, ঠোঁট ৩ সেমি, পা ৩.৫ সেমি, লেজ ৮ সেমি, ও ওজন ২১০ গ্রাম, ভাত শালিকের তুলনায় এটি আকারে একটু বড়। সাধারন অবস্থান প্রাপ্ত বয়স্ক পাখিকে পুরোপুরি চকচকে সোর কৃষ্ণবর্ন দেখায়,

বাসস্থান :

এরা সাধারনত আদ্র পাতা ঝরা ও চিরসবুজ বন এবং চা বাগানে বিচরন করে, পাহাড়ি এলাকার ঘন বন এদের পছন্দের জায়গা, এরা দলবদ্ধ অবস্থায় ৫-৬ টি পাখির পারিবারিক দলে থাকে, বনের মধ্যে বা আবাদি জমিতে ও গাছের চূড়ায় খাবার খোঁজে,

খাদ্য :

ময়নার খাবার হচ্ছে রসালো ফল, যেমন- কলা, পেঁপে, আম, আনারস, কমলা, বটের ফল, চেরীফল ইত্যাদি,

প্রজনন :

বর্ষাকালে এরা প্রজনন করে। এপ্রিল- জুলাই মাসে বন অথবা চা বাগানের ধারে ১০-১৫ মিটার উঁচুতে গাছের কোটরে ঘাস, পালক ও আবর্জনা দিয়ে বাসা বানিয়ে ডিম পাড়ে। ডিমগুলো নীল, সংখ্যায় দুই-তিনটি, ডিমের মাপ ৩.৬ × ২.৬ সেমি।

বিস্তৃত :

পশ্চিম ভারতের কুমায়ন বিভাগ থেকে শুরু করে হিমালয়ের পাদদেশে নেপালের তেরাই, সিকিম, ভুটান ও অরুনাচলে প্রদেশ পর্যন্ত প্রতি নয়না বিস্তৃত, পূর্বে সমস্ত দক্ষিন-পূর্ব এশিয়া হয়ে চীনের দক্ষিনাঞ্চলে পর্যন্ত এরা বিস্তৃত।

: লিচু :

বৈজ্ঞানিক নাম : Litchi chinensis
জগৎ : Plantae
বর্গ : Sepindales
পরিবার : Sepindaceae
গুন : Litchi
প্রজাতি : L. chinensis

চিত্র : লিচু

বৈশিষ্ট্য :

১. এটি দক্ষিণ-পূর্ব চিনের কুয়াংতুং এবং ফুচিয়েন প্রদেশের গ্রীষ্ম মন্ডলীয় অঞ্চলের স্থানীয় বৃক্ষ। সেখানে ২২ শ শতক থেকে এর চাষাবাদ হওয়ার কথা লিপিবদ্ধ আছে।

২. চিন ছাড়া প্রধান লিচু উৎপাদনকারী দেশ এর পরেই আছে ভারত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশ, তাইওয়ান, ফিলিপাইন, মাদাগাস্কার এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশগুলো।

লিচুর উপকারিতা :

১. শরীরের বিভিন্ন ব্যাথা নিরাময়ে লিচু অনেক ভূমিকা পালন করে।
২. দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে লিচু।
৩. স্কীনের বলি রেখা দূর করে লিচু।
৪. লিচু বয়সের ছাপ পড়তে দেয় না এবং ত্বককে উজ্জ্বল করে।
৫. দেহের তাপ কমাতে সাহায্য করে, এবং লিচু ক্যান্সার রোগ প্রতিরোধ করে।

:- বেল গাছ :-

বৈজ্ঞানিক নাম : Aegle marmelos correa

জগৎ : উদ্ভিদ

পরিবার : Rutaceae

বর্গ : Sapindales

গোত্র : clauseneae

গণ : Aegle correa.

প্রজাতি : A. marmelos

বৈশিষ্ট্য :

পাতা :

পাতা ত্রিপদ যুক্ত, সবুজ ডিম্বাকার; পত্র ফলকের অগ্রভাগ সূচালো, ফুল হালকা সবুজ থেকে সাদা রঙের; বোঁটা ছোটো, ফুলে মিষ্টি গন্ধ থাকে।

মাটি :

বেল পত্র উদ্ভিদ বেলে কাদা মাটি বা পাথুরে মাটিতে জন্মানোর জন্য পরিচিত। দোআঁশ এবং বালুকাময় মাটিতে জন্মায়।

উচ্চতা :

বেল গাছ বড়ো ধরনের বৃক্ষ, যার উচ্চতা প্রায় ১০-১৫ মিটার।

ফল :

ফল বড়, গোলাকার, শক্ত খোসা বিশিষ্ট, ফলের ভিতরে শাঁস ৮-১৫ টি কোয়া বা খন্ডে বিভক্ত থাকে। কাঁচা ফল সবুজ ও পাকা ফল হলদে হয়; পাকা ফল সুগন্ধ ছড়ায়। ফলের ভিতরে শাঁস এর রং হয় কমলা।

উষুধবিজ্ঞান :

ⓐ কোষ্ঠকাঠিন্য কমায় :

বেল সুন্দর ভাবে মল পরিষ্কার করার সাহায্য করে। নিয়মিত রোজ টানা তিন মাস যদি পাকা বেল শরবত খেতে পারে। তাহলে কোষ্ঠকাঠিন্য আর হবে না।

ⓑ ডায়রিয়া কমায় :

কাঁচা বেলে স্লাইস করে কেটে রোদে শুকিয়ে নিয়ে গুঁড়ো করে ১ চামচ ব্রাউন সুগার দিয়ে গরম জলে খেলে এক সপ্তাহে ঠিক হয়ে যাবে।

: সূর্যমুখী :

বৈজ্ঞানিক নাম : হেলিয়ান থাস আনুয়াস

জগৎ : উদ্ভিদ

বর্গ : A Sterales

গন : Helianthus

প্রজাতি : H. annuus

বৈশিষ্ট্য :

সূর্যমুখী একধরনের একবর্ষ ফুলগাছ, সূর্যমুখী গাছ লম্বায় ৩ মিটার (৯.৮ ফুট) হয়ে থাকে। ফুলের ব্যাস ৩০ সেন্টিমিটার (১২ ইঞ্চি) পর্যন্ত হয়। এই ফুল দেখতে কিছুটা সূর্যের মত এবং সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে বলে এর এরূপ নামকরন। এই বীজ হাঁস, মুরগির খাদ্য রূপে ও তেলের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই বীজ যন্ত্রে মাড়াই করে তেল বের করা হয়। তেলের উৎস হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সূর্যমুখীর ব্যাপক চাষ হয়। সমভূমি এলাকায় শীত ও বসন্ত কালে, উঁচু লাল মাটি এলাকায় বর্ষাকালে ও সমুদ্র কূলবর্তী এলাকায় শীতকালীন শস্য হিসাবে চাষ করা হয়। ১৯৭৫ সাল থেকে সূর্যমুখী একটি তেল ফসল হিসেবে বাংলাদেশে আবাদ হচ্ছে। বর্তমানে রাজশাহী, যশোর, পাবনা, দিনাজপুর ইত্যাদি জেলাতে ও ব্যাপক চাষ হচ্ছে।

উপকারিতা :

১. প্রয়োজনীয় প্রোটিন সূর্যমুখীর বীজ নানা ভিটামিনের গুনে সমৃদ্ধ।

২. হার্টের জন্য উপকারী এর বীজ সূর্যমুখী দেখতে রূপময় নয় এবং গুনেও অনন্য।

৩. বলিরেখা ও চুলের জন্য উপকারী।

৪. স্নায়ুতন্ত্র ভালো রাখে।

:: আকন্দ :-

বৈজ্ঞানিক নাম : Calatropis gigantea
জগৎ : উদ্ভিদ
বর্গ : Gentianales
পরিবার : Apocynaceae
গণ : Calotropis
প্রজাতি : C. gigantea

চিত্র : আকন্দ

বৈশিষ্ট্য :

আকন্দ এক প্রকারের ঔষধি গাছ, গাছটির বিষাক্ত অংশ হল পাতা ও গাছের কষ। কষ ভীষণ রেচক, গর্ভপাতক, শিশু হত্যারক, পাতা মাৎস্য হত্যারক বিষ। আকন্দের ফুল দেবাদিদেব মহাদেবের পূজোয় লাগে। আকন্দের ফুলকে সংস্কৃতে অর্কপুষ্প বলা হয়ে থাকে, আকন্দ এক প্রকারের গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। এই গাছ সাধারনত ৩-৪ মিটার পর্যন্ত বড় হয়ে থাকে, আকন্দ দুই ধরনের গাছ-শ্বেত আকন্দ ও লাল আকন্দ। শ্বেত আকন্দের ফুল রং সাদা ও লাল আকন্দের ফুলের রং বেগুনি রং হয়ে থাকে, গাছের পাতা ছিড়লে কিংবা কাণ্ড ভাঙালে দুধের মত কষ বের হয়। ফুল সুবহ, অগ্রভাগ দেখতে পাখির ঠোঁটের মত, বীজ লোম যুক্ত, বীজের বর্ণ ধূসর কিংবা কালচে হয়ে থাকে,

উপকারিতা :

১. পীহা, দাদ, শোথ, অর্শ, ক্রিমি ও শ্বাসকষ্টে উপকারী, ব্রন, কোষ্ঠকাঠিন্য, বুকে কফ, বায়ুনাশক, উদ্দীপক, পাচক, পাকস্থলীর ব্যথা নিবারক, বিষ নাশক, ফোলা নিবারক,

২. কোন স্থানে ফুলে গেলে সেই স্থানে আকন্দ পাতা বেঁধে রাখলে ফুলা কমে যায়,

-: গোলাপ :-

বৈজ্ঞানিক নাম : Rosa chinensis

জগৎ : Plante

বর্গ : Rosales

পরিবার : Rosaceae

গোত্র : Roseae

গণ : Rosa

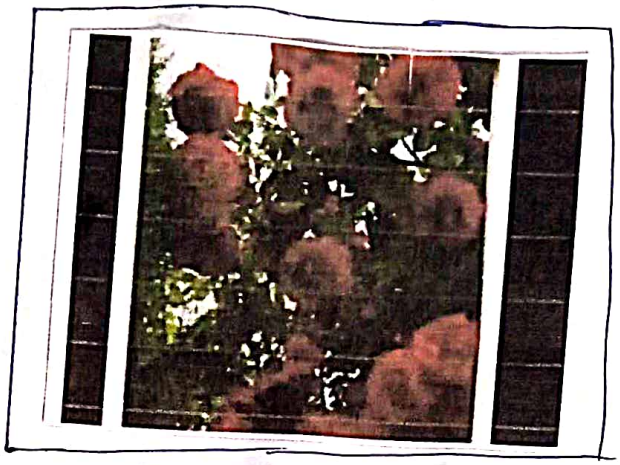

চিত্র : গোলাপ

বৈশিষ্ট্য :

গোলাপ হল রোজেই পরিবারের রোসাগনের এক প্রকারের বহুবর্ষজীবী ফুলের গাছ। এখানে তিন শতাধিক প্রজাতি এবং কয়েক হাজার হাজার জাত রয়েছে, এগুলি এমন এক ধরনের গাছপালা গঠন করে যা ডালপালা খাড়া করে উঠতে বা পিছনে যেতে পারে, ডালপালাগুলির সাথে প্রায়শই তীক্ষ্ণ কাঁটা সজ্জিত থাকে। ফুল আকার এবং আকারে পৃথক হয় এবং সাধারণত বড়। সাদা থেকে হলুদ এবং লাল রঙের হয়ে থাকে। বেশির ভাগ প্রজাতি এশিয়ার স্থানীয়, এছাড়াও ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা এবং উত্তর পশ্চিম আফ্রিকার স্বল্প সংখ্যক দেশীয় প্রজাতিও দেখা যায়। প্রজাতি, জাত এবং হাইব্রিড সমস্তই তাদের সৌন্দর্যের জন্য ব্যাপক ভাবে জন্মানো হয় এবং প্রায় সুগন্ধযুক্ত হয়। এবং ছোটো ক্ষুদ্রাকৃতি গোলাপ থেকে শুরু করে পর্বতারোহী আকার পর্যন্ত গোলাপ গাছের আকার বিস্তৃত হয়, যার উচ্চতা সাত মিটার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।

JOGENDRANATH MAHAVIDYALAYA Estd.-2014 P.O. Amdabad Dist.-Purba Medinipur Pin-721650
EXAMINED

উপকারিতা :

১. জ্বর নামতে না থাকলে গোলাপের তৈরি গুলকন্দ খেলে পিত্ত জ্বরে উপকার পাওয়া যায়।

২. গোলাপ ফুলের গোড়া 2-4 গ্রাম মধুর সাথে খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য, কোলাভাব এবং ডায়রিয়ার উপকার পাওয়া যায়।